55

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 06 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ... 1 ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
হালচাল

শিক্ষক নেই পৌনে ৩শ' পদে ছুটিতে থাকেন এক-চতুর্থাংশ

॥ কৈলাস সরকার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী মিলিয়ে বিভিন্ন পদে দীর্ঘদিন যাবত ৫৮৫টি অনুমোদিত পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে কেবলমাত্র শিক্ষকের পদই শূন্য রয়েছে ২৭৬টি। এরপরও বর্তমানে যে শিক্ষক রয়েছে তার প্রায় এক চতুর্থাংশ সবসময়ই পর্যায়ক্রমে ছুটিতে বা দেশের বাইরে রয়েছেন। ফলে শিক্ষক সমস্যার কারণে একদিকে যেমন ক্লাস নেয়া সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে পড়ালেখাও ব্যাহত হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে দেয়া গেছে, কলা অনুষদের অনুমোদিত ২৫৭টি পদের মধ্যে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১৯৭ জন। এ অনুষদে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৬০টি। বিজ্ঞান অনুষদে ৬৪টি, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ৩২টি, বাণিজ্য অনুষদে ১৪টি, জীব বিজ্ঞান অনুষদে ৩১টি, ফার্মেসি অনুষদে ১০টি, আইন অনুষদে প্রায় ৪টি এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে ৫১টি শিক্ষকের অনুমোদিত পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে।

এর মধ্যে অধ্যাপকের অনুমোদিত শূন্য পদ ৪২টি, সহযোগী অধ্যাপকের ৫২টি, সহকারী অধ্যাপকের ৮৩টি, প্রভাষকের ৭০টি, শিক্ষক/খন্ডকালীন শিক্ষকের ১৭টি এবং ইমেরিটাস অধ্যাপক, সংখ্যাতিরিক্ত ও ব্যক্তিগত অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে ১২টি। এছাড়াও নতুন খোলা কয়েকটি বিভাগেও কয়েকজন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষকের পদ ছাড়া বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, দপ্তর ও হল ইউনিটে কর্মকর্তা কর্মচারী মিলিয়ে শূন্য রয়েছে ৩০৯টি অনুমোদিত পদ।

অফিসার পদ শূন্য রয়েছে ১৬৭টি। এর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের এবং ইনস্টিটিউটের শূন্য পদসংখ্যা হচ্ছে ১৩০টি, আর বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারদের শূন্য পদ রয়েছে

হালচাল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

হালচাল ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৩৭টি। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য অনুমোদিত শূন্য পদ রয়েছে ১০০টি। এর মধ্যে, বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে ৩৬টি, বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগে ৫২টি, বিভিন্ন হলে ১১টি এবং বিভিন্ন অনুষদ মিলিয়ে ১টি অনুমোদিত পদ শূন্য রয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য শূন্য পদ রয়েছে ৪২টি অনুমোদিত পদ। এর মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের জন্য ১৮টি, বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের জন্য ১৪টি, বিভিন্ন হলের জন্য ৭টি এবং বিভিন্ন অনুষদের জন্য ৩টি পদ শূন্য রয়েছে।

একজন শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সব মিলিয়ে যে পরিমাণ শিক্ষক রয়েছেন তা যথেষ্ট নয়। তারপরেও বিভিন্ন অজুহাতে প্রায় এক-চতুর্থাংশ শিক্ষক ছুটিতে থাকেন। শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে ছাত্রদের নিয়মিত ক্লাস নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। নিয়মিত ক্লাস না নেয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীদের কোর্স সম্পন্ন হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরী জানান, এক সাথে এতগুলো শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়ার চিন্তাভাবনা নেই। বিভিন্ন বিভাগের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। তিনি তার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, এক সঙ্গে এত শিক্ষক নিয়োগ দিলে এখন যেমন এতগুলো যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাবে না, তেমনি কিছুদিন পরই আমাদের এখান থেকে পাস করা ভাল ছেলেরা আর শিক্ষক হওয়ার সুযোগ পাবে না। তাই যাতে পর্যায়ক্রমে পাস করা ভাল ছাত্ররাই এখানে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে পারে সে জন্যে ক্রমান্বয়ে শিক্ষকদের এ খালি পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া হবে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগের ব্যাপারে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যেখানে শিক্ষক সংখ্যা ১ হাজার আর সে তুলনায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাহায্যের দরকার রয়েছে, তবে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে এদের সংখ্যা আর বাড়ানো দরকার নেই। এমনকি যা আছে এত বেশিও দরকার নেই।